গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
ঢাকা

পাসপোর্টের আবেদন

আবেদনপত্রের প্রত্যেকটি কলাম পূরণ করতে হবে। প্রযোজ্য অংশে 'টিক চিহ্ন ($\surd$) দিতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অংশে 'প্রযোজ্য নয়' মন্তব্য করতে হবে।

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস--------------------
আবেদন নম্বর-------------তারিখ--------------
স্ক্রল নম্বর---------------তারিখ---------------
ব্যাংক শাখা -------------------------------

প্রথম অংশ

আবেদনকারীর একটি ছবি (৪০ x ৫০ মিঃমিঃ আকারের) আঠা দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

পনের (১৫) বছরের কম বয়সী সন্তানের ক্ষেত্রে মাতা, পিতা অথবা বৈধ অভিভাবকের একটি করে ছবি (৩০x ৩০ মিঃমিঃ আকারের) আঠা দিয়ে এঁটে দিতেহবে ।

১। পূরো নাম (ডাকনামসহ, যদি থাকে) ঃ...
২। নাম (ইংরেজীতে বড় অক্ষরে) ঃ...
(পাসপোর্টে যেভাবে দেখতে চান)
৩। ভোটার পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে) ঃ...
৪। পেশা (ইংরেজীতে) ঃ...
৫। জন্ম তারিখ ঃ.......................... ৬ । জন্ম স্থান (জেলা) ঃ......................
৭। উচ্চতা ঃ.............................মিটার.................সেন্টিমিটার..................
৮। চোখের রঙ ঃ................................ ৯ । চুলের রঙ ঃ..........................
১০। সনাক্তকরণের উপযোগী লক্ষণীয় বিশেষ চিহ্ন ঃ.......................................
১১। পিতার নাম ও নাগরিকত্ব (ইংরেজীতে) ঃ..
১২। পিতার পেশা ও ভোটার পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে) ঃ..................................
১৩। মাতার নাম ও নাগরিকত্ব (ইংরেজীতে) ঃ..
১৪। মাতার পেশা ও ভোটার পরিচিতি নম্বর ঃ...
১৫। স্বামী/স্ত্রী'র নাম ও নাগরিকত্ব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (ইংরেজীতে) ঃ..........................
(আবেদনকারী পুরুষ হলে স্ত্রীর এবং মহিলা হলে স্বামীর নাম)
১৬। বৈধ অভিভাবকের নাম ও নাগরিকত্ব ঃ...
১৭। বৈধ অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক ঃ...
১৮। আবেদনকারীর নাগরিকত্ব ঃ

জন্মসূত্রে	☐	পৈত্রিক সূত্রে	☐
দেশান্তর গ্রহনের মাধ্যমে	☐	অন্য কোনভাবে	☐

১৯। বৈবাহিক অবস্থা ঃ

বিবাহিত	☐	অবিবাহিত	☐
বিধবা/বিপত্নীক	☐	তালাকপ্রাপ্ত	☐

২০। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/বাড়ী/রোড ঃ...
(ইংরেজীতে)
ডাকঘর (কোডসহ) ঃ...
থানা ঃ...................................জেলা ঃ.....................................

২১। বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/বাডী/রোড ঃ...
(ইংরেজীতে)
ডাকঘর (কোডসহ) ঃ...
উপজেলা/থানা ঃ...................................জেলা ঃ.............................

২২। প্রার্থিত পাসপোর্টের পাতার সংখ্যা ঃ

☐ ৪৮ পাতা ☐ ৬৪ পাতা

২৩। পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবকের পাসপোর্টে অনূর্ধ ১২ বছর বয়সী সন্তানের নাম অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে (মাত্র দু'টি সন্তান) :

ক্রমিক সংখ্যা	**ছবি**	**নাম**	**জন্মতারিখ**	**জন্মস্থান**	**ছেলে/মেয়ে**
(১)	☐				
(২)	☐				

২৪। দশ (১০) বছর উক্তীর্ণ/ বিকল্প/হারানো/সমর্পণকৃত (সারেন্ডারড) পাসপোর্টের ক্ষেত্রে ঃ
ক. পূর্বের পাসপোর্ট নম্বর ঃ......................... প্রদানের তারিখ ঃ...................
পাসপোর্টের মেয়াদ ঃ............................ প্রদানের স্থান ঃ.....................
খ. হারানোর ক্ষেত্রে ঃ জি, ডি, নম্বর ঃ.................. তারিখ ঃ........................
থানার নাম ঃ.................................

গ. সমর্পণের ক্ষেত্রে কারণ ঃ..

দ্বিতীয় অংশ (নবায়ন)

১। পাসপোর্ট নম্বর ঃ.............................. প্রদানের স্থান ঃ............................
তারিখ ঃ...................................
২। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ ঃ...
৩। কত বছরের জন্য নবায়ন হবে ঃ...

তৃতীয় অংশ (সংযোজন)

১। পাসপোর্ট নম্বর ঃ................................ প্রদানের স্থান ঃ..........................
তারিখ ঃ.......................................

২। পাসপোর্টে নিম্নরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন :

ক. নামের বানান ঃ... এর পরিবর্তে
.... হবে ।

খ. পেশা ঃ .... এর পরিবর্তে
.... হবে ।

গ. জন্ম তারিখ ঃ .... এর পরিবর্তে
.... হবে ।

ঘ. ঠিকানা ঃ .... এর পরিবর্তে
.... হবে ।

ঙ. অন্যান্য ঃ ....এর পরিবর্তে
.... হবে ।

৩। বিদ্যমান পাসপোর্ট-এ অনুর্ধ ১২ বছর বয়সী সন্তানের নাম সংযোজন :

ক্রমিক সংখ্যা	ছবি	নাম	জন্ম তারিখ	জন্মস্থান	ছেলে/মেয়ে
(১)					
(২)					

চতুর্থ অংশ (অংগীকার)

১। (ক) আমি শপথ করে বলছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত সব তথ্য সত্য এবং কোন মিথ্যা তথ্য দিয়ে থাকলে আমি আইনত: দণ্ডনীয় হব ।

(খ) আমি ইতঃপূর্বে পাসপোর্ট গ্রহন করিনি/করেছি (নম্বর) ঃ..............................
প্রদানের তারিখ ঃ......................... প্রদানের স্থান ঃ.........................
মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ ঃ..

২। আমি আরো প্রতিজ্ঞা করছি যে, কোন কারণে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ায় বিদেশ থেকে আমাকে অথবা আমার পোষ্যকে দেশে প্রত্যাবাসন করার ক্ষেত্রে যাবতীয় খরচ পরিশোধে আমি বাধ্য থাকব এবং বিদেশে আমার মৃত্যু ঘটলে মরদেহের পরিবহন খরচ আমার বৈধ উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে ।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই
(অনপনেয় কালিতে)
তারিখ ঃ....................

পঞ্চম অংশ (সত্যায়ন)

আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে উপরে বর্ণিত তথ্য সত্য এবং আবেদনকারী..........বছর যাবৎ আমার পরিচিত। তিনি আমার সম্মুখে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর বা টিপসই করেছেন।

আবাসিক ঠিকানা ঃ.........................
....
টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ..............

সত্যায়নকারীর পদবীসহ নাম ও স্বাক্ষর
(সীলমোহর দিতে হবে)
তারিখ ঃ........................

ষষ্ঠ অংশ (অফিসে ব্যবহারের জন্য)

ইস্যুকৃত পাসপোর্ট নম্বর ঃ............................পাসপোর্ট গ্রহনকারীর স্বাক্ষর ঃ..............
প্রদানের স্থান ঃ.................................... তারিখ ঃ..................................
মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ ঃ...
পাসপোর্ট স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীলমোহরসহ) ঃ....................................
আবেদনকারীর পাসপোর্টে ব্যবহার্য স্বাক্ষর বা টিপসই (অনপনেয় কালিতে) ঃ

....

সপ্তম অংশ (আবেদনপত্র জমার রশিদ)

আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ঃ......................................

১। নথি নম্বর ঃ...
২। নথির প্রকার ঃ আন্তজার্তিক/বিশেষ/নতুন/বিকল্প/নবায়ন/ সংযোজন/সংশোধন ঃ.................
৩। ফি হিসেবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ ঃ...
৪। প্রদানের তারিখ ঃ...

রশিদ প্রদানকারীর পদবীসহ নাম ও স্বাক্ষর
(সীলমোহর দিতে হবে)

আবেদনপত্র পূরণ ও পাসপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলী :

১। আবেদনকারী নির্ধারিত আবেদন ফরম অথবা আবেদন ফর্মের অবিকল টাইপ/সাইক্লোষ্টাইল/ফটোকপিকৃত ফর্মেও আবেদন করতে পারবেন।

২। আবেদনকারীকে কালি দিয়ে ইংরেজী অথবা বাংলায় দু'কপি আবেদনপত্র (মূল বা ফটোকপি) পূরণ করতে হবে।

৩। আবেদনকারীর তিনটি পাসপোর্ট সাইজ (৪০ x ৫০ মিঃমিঃ) ও একটি ষ্ট্যাম্প সাইজ (৩০x ৩০ মিঃমিঃ) ছবি দরকার। একটি করে ৪০x ৫০ মিঃমিঃ আকারের ছবি দু'টি আবেদনপত্রের প্রত্যেকটির প্রথম পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে হবে এবং ছবির উপরে সত্যায়ন করতে হবে।

৪। পনের (১৫) বছরের কম বয়সী শিশুদের পৃথক পাসপোর্টের ক্ষেত্রে মা ও বাবা দু'জনের অথবা

বৈধ অভিভাবকের ৩০x৩০মি:মি: আকারের দু'টি ছবি আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় লাগাতে হবে এবং ছবির উপরে সত্যায়ন করতে হবে।

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোটার আইডি কার্ডের (যদি থাকে) অথবা প্রাসংগিক টেকনিক্যাল সনদসমূহের (যেমন-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ইত্যাদি) সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৬। নতুন পাসপোর্টে বারো (১২) বছরের কম বয়সী সন্তানের নাম অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে চার কপি ৩০ x ৩০ মিঃমিঃ আকারের ছবি লাগবে। দু'টি ফরমেই প্রতিজনের একটি করে ছবি লাগিয়ে ছবির উপরে সত্যায়ন করতে হবে ও দু'টি অতিরিক্ত ছবি দিতে হবে (ফরমের ১ম অংশের ২৩ নম্বর এন্ট্রি দ্রষ্টব্য)।

৭। বিদ্যমান পাসপোর্টে বারো (১২) বছরের কম বয়সী সন্তানের নাম সংযোজনের ক্ষেত্রে চার কপি ৩০ x৩০ মিঃমিঃ আকারের ছবি লাগবে। দু'টি ফরমের প্রতিটিতে প্রতিজনের একটি করে ছবি লাগিয়ে ছবির উপরে সত্যায়ন করতে হবে এবং দু'টি অতিরিক্ত ছবি জমা দিতে হবে (৩য় অংশের ৩ নম্বর এন্ট্রি দ্রষ্টব্য)।

৮। বারো (১২) বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের ১ম অংশের ১৪, ১৫, ও ১৬ নম্বর এন্ট্রি পূরণপূর্বক পিতা অথবা মাতা অথবা বৈধ অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

৯। আবেদনপত্রের ৪র্থ অংশ (অংগীকার) এবং ৬ষ্ঠ অংশ এর নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারীকে দুই স্থানে একই ধরণের স্বাক্ষর বা টিপসই দিতে হবে । বক্সের ভিতরের স্বাক্ষর বা টিপসইটি পাসপোর্টে লাগানো হবে।

১০। নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পাসপোর্টের আবেদনপত্র ও ছবি সত্যায়িত করতে পারবেন : (১) সংসদ সদস্য, (২) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও কমিশনারগণ, (৩) গেজেটেড কর্মকর্তা, (৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, (৫) পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, (৬) বেসরকারী কলেজের শিক্ষক, (৭) বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, (৮) দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, (৯) পৌর কমিশনারগণ, (১০) রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কর্পোরেশনের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের ৭ম ও তদুর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাগণ।

১১। আবেদন ফরমে আঠাঁ দিয়ে লাগানো ছবির উপরে এমনভাবে সত্যায়ন করতে হবে যাতে সত্যায়নকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর ছবির ও ফরমের কিছু অংশ জুড়ে পড়ে এবং একই কর্মকর্তা ছবির উপরে ও ফরমের ৫ম অংশে সত্যায়ন করবেন।

১২। নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে এস এস সি বা সমমানের পরীক্ষার সনদ অথবা প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের হলফনামা (এফিডেভিট) অথবা পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি আবশ্যক হবে।

১৩। বয়স সংশোধনের ক্ষেত্রে এস,এস,সি, বা সমমানের পরীক্ষার সনদ অথবা জন্ম সনদ অথবা জন্ম নিবন্ধীকরণ সনদপত্র আবশ্যক হবে।

১৪। পেশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত পেশার সপক্ষে সনদ আবশ্যক হবে।

১৫। স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভোটার তালিকা অথবা ভোটার পরিচয়পত্র অথবা ১০ নং অনুচ্ছেদে তালিকাভভূক্ত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ অথবা পরিবর্তিত ঠিকানা সম্পর্কে যে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমান আব্যশক হবে ।

১৬। সন্তানের নাম সংযোজনের ক্ষেত্রে উক্ত সন্তানের জন্ম সনদ আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

নতুন পাসপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ঃ

ক. অতি জরুরী ঃ বাহাত্তর (৭২) ঘন্টার মধ্যে পুলিশ প্রতিবেদনের পাওয়া না গেলেও পাসপোর্ট প্রদান করা হবে। বিরুপ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

খ. জরুরী ঃ ভোটার আইডি কার্ড থাকলে বা পুলিশ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে এগার (১১) দিন পরে, অন্যথায় একুশ (২১) দিন পরে পাসপোর্ট প্রদান করা হবে । বিরুপ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ. সাধারণ ঃ ভোটার আইডি কার্ড থাকলে বা পুলিশ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে একুশ (২১) দিন পরে অন্যথায় ত্রিশ (৩০) দিন পর পাসপোর্ট প্রদান করা হবে । বিরুপ প্রতিবেদন পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

১৮। জমাকৃত পাসপোর্টের পরিবর্তে যাচিত নতুন, বিকল্প, নবায়ন, সংযোজন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জরুরী ফি প্রদান করলে বাহাত্তর (৭২) ঘন্টার মধ্যে এবং সাধারণ ফি প্রদান করলে সাত (৭) কর্মদিবসের মধ্যে তা প্রদান করা হবে ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিশান আরা আরাফুন্নেছা
উপ-সচিব